

Chittagong Hill Tracts Commission

Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou

Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain, Muhammad Zafar Iqbal
Khushi Kabir, Myrna Cunningham Kain,
Michael C. van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

বরাবর
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা)
৭-৯ কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫

তারিখ: ৮ মে ২০১৯

বিষয়: নিখোঁজ মাইকেল চাকমাকে উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

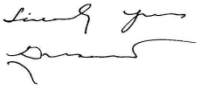
মাননীয় চেয়ারম্যান,
পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।

আপনি নিশ্চয় ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে, ইউপিডিএফ এর সংগঠক, শ্রমজীবী ফ্রন্ট (ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) এর সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা গত ৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ থেকে নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজ হওয়ার আগে মাইকেল চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহৎ সামাজিক উৎসব বিলু-বৈসু-সাংগ্রাই উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ এলাকায় কর্মরত পাহাড়ি শ্রমিকদের নিয়ে উৎসব উদযাপন ও রানা প্লাজা ট্রাজেডির বার্ষিকী উপলক্ষে শ্রমজীবী ফ্রন্টের উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণের উদ্দেশ্যে পাহাড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত নারানগঞ্জের কাঁচপুর এলাকায় সাংগঠনিক সফরে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি নিখোঁজ হন। সেই থেকে তার কোন খোঁজ অদ্যাবধি পাওয়া যাচ্ছে না। গত ৭ মে ২০১৯ তারিখে নিখোঁজ মাইকেল চাকমার সন্ধান ও মুক্তিলাভের সহায়তা চেয়ে মাইকেল চাকমার পরিবারের সদস্য ও তার সহযোদ্ধারা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সাথে সাক্ষাত করেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে যে, মাইকেল চাকমা নিখোঁজ হওয়ার পর গত ১৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে তার পরিবার ও সংগঠনের পক্ষ থেকে স্থানীয় সোনারগাঁ থানায় জিডি দায়ের করতে গেলে জিডি (জিডি নং ৭৭২) গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে তাদেরকে মৌখিকভাবে জানানো হয়। পরবর্তীতে জিডির কাগজ সংগ্রহ করতে গেলে তার পরিবারের সদস্যদের থানা থেকে বলা হয় থানায় কোন জিডি গ্রহণ করা হয়নি। সেই থেকে অদ্যাবধি যতবার মাইকেল চাকমার বোন ও তার সহযোদ্ধারা স্থানীয় সোনারগাঁ থানায় জিডি করতে গেছেন থানা তা গ্রহণ করছে না বলে তারা অভিযোগ করেন। পুলিশের এমন রহস্যজনক আচরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন বিস্ময় প্রকাশ করেছে। একজন সাধারণ নাগরিক নিখোঁজ হওয়ার পর সেই নাগরিকের খোঁজ দেওয়া থানা-পুলিশের কর্তব্য। কিন্তু সংশ্লিষ্ট থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জিডি গ্রহণে অনীহা ও মাইকেল চাকমাকে উদ্ধারের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন নিখোঁজ মাইকেল চাকমাকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধারের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে তড়িত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একইসাথে সোনারগাঁ থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিষ্ক্রিয় আচরণ এবং কেন নিখোঁজ ঘটনায় জিডি গ্রহণ করা হচ্ছে না সে বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও জাতীয় মানবাধিকারের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছে।

ধন্যবাদসহ,



সুলতানা কামাল
কো-চেয়ারপার্সন
পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন

সদস্য: ড. স্বপন আদনান, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, খুশী কবির, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বীণা ডিকস্টা ও ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা (উপদেষ্টা)।